আরও পড়ো

ঊষা বিশ্বাস এম, এ, বি, টি

আরও পড়ো

ঊষা বিশ্বাস, এম-এ-বি-টি,
(জেলা বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ভুতপূর্ব পরিদর্শিকা, পশ্চিমবংগ)

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্‌স্‌
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

লেখিকার নিবেদন

যে পদ্ধতি অবলম্বনে—'পড়তে শেখো'—নামক প্রথম ভাগখানা লেখা হয়েছে, সেই পদ্ধতি অনুযায়ীই দ্বিতীয় ভাগ **'আরও পড়ো'**—লিখবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা দ্বিতীয় ভাগে সাধারণতঃ শিশুদের কতোগুলি দুর্বোধ্য শব্দের মাধ্যমে যুক্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। ফলে দ্বিতীয় ভাগের কঠিন বানান ও শব্দার্থগুলিই হয়ে পড়ে শিশুদের এক দারুণ বিভীষিকা। এতে করে তারা পাঠের রস থেকেও অনেকখানি বঞ্চিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'সহজপাঠে'ই এই নিয়মের প্রথম ব্যতিক্রম দেখা যায়। সহজ পাঠগুলিতে তিনিই প্রথম যথাসম্ভব গল্পচ্ছলে চলতি ভাষার সাহায্যে ছেলেমেয়েদের যুক্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটান। কতকটা তাঁরই অনুসরণে আমি এই বইখানিতে যতদূর সম্ভব সহজ সহজ কথা ব্যবহার করতে প্রয়াস পেয়েছি। যেখানে বানান শেখাবার জন্যে চলতি শব্দ ব্যবহার করা একবারেই সম্ভব হয়নি, সেখানে কঠিন শব্দটির অর্থ ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

ইংরিজি **প্রথম** পঠন শিক্ষা দেবার বইগুলিতে **পুনরাবৃত্তির** (repetition) দ্বারাই নতুন শব্দগুলি শেখাবার চেষ্টা করা হয়। বাংলা **প্রথম পঠন** শিক্ষা দেবার বইগুলিতে এইরকম একই কথার পুনরাবৃত্তি কদাচিৎ দেখা যায়। এই দ্বিতীয় ভাগখানিতেও এইরূপ

পুনরাবৃত্তির দ্বারা যুক্তাক্ষর শব্দগুলি শেখাবার ও চেনাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এইরূপ পুনরাবৃত্তির দ্বারা ছেলেমেয়েদের পক্ষে যুক্তাক্ষরগুলি চেনা ও শেখা অনেকটা সহজ হবে বলে আশা করি।

যাদের জন্যে এই বইখানি লেখা হয়েছে, সেই শিশুরা যদি এই বইখানি পড়ে আনন্দ পায় এবং উপকৃত হয় তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরিশেষে আমি 'শিশু ভারতী'র সুযোগ্য সম্পাদক এবং বিখ্যাত ও প্রবীন শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর উৎসাহেই এই বইখানি আমি লিখতে প্রবৃত্ত হই এবং তিনিই 'শিশু ভারতী' থেকে গল্পাদি দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

ঊষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি
জেলা বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ভূতপূর্ব পরিদর্শিকা, পশ্চিমবংগ

আরও পড়ো

দ্বিতীয় ভাগ

(যুক্তাক্ষর সমেত)

যফলা = ্য

এটা একটা ব্যাঙ।
ব্যাঙ লাফিয়ে চলে।
ব্যাঙ জলেও থাকে,
আবার ডাঙায়ও থাকে।
ব্যাঙাচির ল্যাজ আছে।
ব্যাঙাচি বড়ো হলে ব্যাঙ হয়।
তখন ব্যাঙাচির আর
ল্যাজ থাকে না।
তোমরা ব্যাঙাচি দেখেছো ?
ব্যাঙাচি দেখতে অনেকটা মাছের মতো।

সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি,
চেয়ে দেখরে, খোকন মণি !

* *

তাঁতীর বাড়ী ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা ।
খায় দায়, গান গায়—
তাইরে-নাইরে না ।

* *

এটা কিসের পুতুল বল তো ?
এটা একটা ন্যাকড়ার পুতুল ।
পুতুলটা ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী ।
ন্যাকড়ার উপর নাক মুখচোখ আঁকা ।
ন্যাকড়ার পুতুল কখনও ভাঙে না ।
এটাও ভাঙবে না ।
তবে ন্যাকড়ার পুতুল
ইঁদুরে কাটতে পারে ।
একটা ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি কর তো ।

খোকন আমাদের সোনা,
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেবো দানা।

* *

ঐ দেখ, খোকন পড়ে গেছে।
ওর বেশী ব্যথা লাগেনি ;
ভাগ্যিস, বেশী উঁচু থেকে পড়েনি !
বেশী উঁচু থেকে পড়লে আরও বেশী
ব্যথা লাগতো।
ভাগ্যিস, খোকন কাঁদেনি।
খোকন তো একটুতেই কাঁদে।

এই দেখ একজন ল্যাংড়া।
ল্যাংড়ার একটি পা নেই।
ওর একটা পা কাটা।
ওকে আবার ল্যাংড়া বলো না।
ও শুনলে মনে দুঃখ পাবে।
ল্যাংড়াকে ল্যাংড়া বলতে নেই।

দিনের আলো নিভে এল,
সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে
চাঁদের লোভে লোভে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রফলা = ্র ।
প্ + র = প্র ।
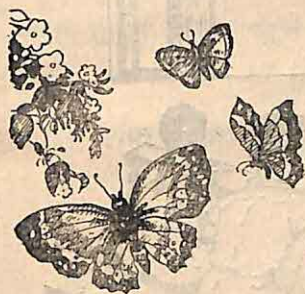
ঐ দেখ একটি প্রজাপতি ।
প্রজাপতির পাখায় কতো রকম রঙ।
সাদা, কালো, হলদে ।
প্রজাপতির চারটে পাখা ।
প্রজাপতি গাছে গাছে উড়ে বেড়ায় ।
প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফুলের মধু খায় ।
ফুলের মধ্যে মধু থাকে ।
প্রজাপতি সেই মধু খায় ।

ঐ দেখ ফুলের উপর একটি হলদে প্রজাপতি ।

শ্ + র = শ্র, ত্ + র = ত্র ।

তোমরা কোন শ্রেণীতে পড় ?
আমরা প্রথম শ্রেণীতে পড়ি ।
প্রথম শ্রেণীতে এখন কজন ছাত্র ছাত্রী ?
প্রথম শ্রেণীতে এখন ত্রিশ জন ছাত্র ছাত্রী ।
প্রথম শ্রেণীতে ত্রিশের কম ছাত্র ছাত্রী থাকা উচিত ।

প্রতিদিনই তো কেউ না কেউ আসে না ;
তাই প্রতিদিন ত্রিশের কমই থাকে।
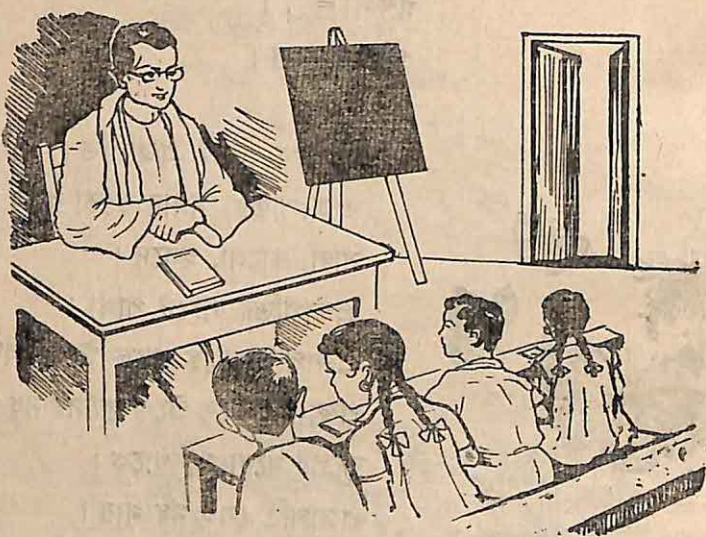
ক্‌+র=ক্র।

আজ কি বার বলতো ?
আজ শুক্রবার।
শুক্রবার এলে ভারি মজা !
শুক্রবার এলে মজা কেন ?
শুক্রবারের পরেই তো শনিবার।
আর শনিবারের পরদিনই রবিবার।
রবিবার তো ছুটি, কেমন মজা !

এটা কি মাস জানো ?

এটা শ্রাবণ মাস।

শ্রাবণ মাসে খুব জল হয়।

শ্রাবণ মাসে আকাশ প্রায়ই মেঘে ঢাকা থাকে।

শ্রাবণ মাসে প্রায়ই জল হয়।

শ্রাবণ মাসে জল না হলে ভালো ফসল হয় না।

ভালো ফসল হয় না হলে লোকে খাবে কি ?

দ্+র=দ্র।

শ্রাবণ মাসের পর ভাদ্র মাস।

ভাদ্র মাসে বেশী জল হয় না।

ভাদ্র মাসে রোদ খুব কড়া।

ভাদ্র মাসে লোকে কাপড় রোদে দেয়।

ভাদ্র মাসে ভ্যাপ্‌সা গরম হয়।

ভ্যাপ্‌সা গরমে খুব ঘাম হয়।

গরমে রাত্রে ভালো ঘুম হয় না।

রাত্রে ভাল ঘুম না হলে শরীর খারাপ হয়।

শ্‌+র=শ্র ; স্‌+র=স্র।

আজ দিনটা বড়ো বিশ্রী।
সকাল থেকে খালি জল পড়ছে।
তাই বড়ো বিশ্রী লাগছে।
উস্রী নদীতে আজ বান এসেছে।
চলো উস্রীর বান দেখে আসি গে।
অন্য সময়ে উস্রী নদীতে জল থাকে না।
অন্য সময়ে উস্রী নদীতে থাকে শুধু বালি আর বালি।

লফলা=ল, ল্‌+ল=ল্ল।

তোমরা সকলে ভাল্লুক
দেখনি বোধ হয় ?
ঐ দেখ ভাল্লুকের ছবি।
কলকাতার চিড়িয়াখানায়
গিয়েছ তো ?
চিড়িয়াখানায় বাঘ ভাল্লুক
সিংহ হাতী সব আছে।
চিড়িয়াখানায় আরও কত জানোওয়ার আছে !
ভাল্লুকের নাচ দেখেছো তো ?
ভাল্লুককে নাচ শেখাতে হয়।
বরফের দেশে সাদা ভাল্লুক দেখা যায়।

তোমরা উল্লুক কখনো
দেখনি তো ?
এই দেখ একটা উল্লুকের ছবি।
উল্লুক দেখতে খুব বিশ্রী না ?
চিড়িয়াখানায় উল্লুকও আছে।

ক্ + ল = ক্ল, শ্ + ল = শ্ল।

তোমরা ক্লাসে বড়ো চেঁচাও।
ক্লাসে অতো চেঁচিও না।
শুক্লা বড়ো ভালো মেয়ে।
শুক্লা চেঁচায় না।
ভদ্রতা ও শ্লীলতা শিখতে হবে তো !
ভদ্রতা, শ্লীলতা না শিখলে লেখাপড়া শেখাই বৃথা।

ম্ + ল = ম্ল।

আজ খোকনের মুখটি বড়োই ম্লান।
আজ ওর মুখে হাসি নাই।
ওর মুখ তো ম্লান হবেই।
আজ ওর অসুখ করেছে।
ও আজ সারাদিন কিছু খায় নি।

প্‌+ল=প্ল।

ঐ দেখ এরোপ্লেন।
এরোপ্লেনকে বাংলায় বলে উড়ো জাহাজ।
এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে।
এরোপ্লেনে কতো তাড়াতাড়ি আসা যাওয়া
করা যায় জানো ?
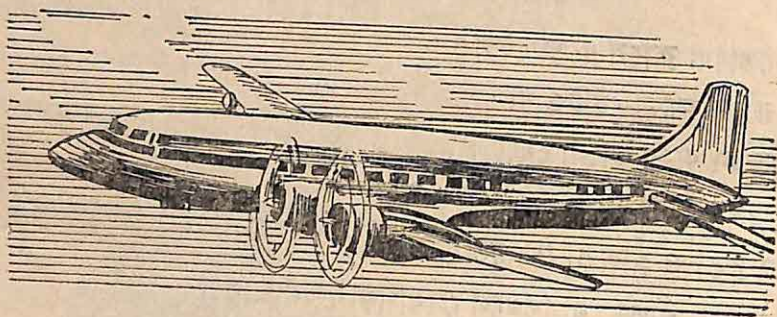
স্‌+ল=স্ল।

স্লেটখানা ভাঙা দেখছি।
কে শ্লেটখানা ভাঙলো ?
বার বার শ্লেট ভাঙলে নতুন শ্লেট পাবে না।
তাহলে ভাঙা শ্লেটেই লিখতে হবে।

হ+ল=হ্ল।

খোকন দেখছি
আহ্লাদেই আটখান!
ওর অতো
আহ্লাদ হয়েছে কেন ?
আহ্লাদে খোকন কতো হাসছে;
খোকনের বাবা ওকে
একটা গাড়ী কিনে দিয়েছেন।
গাড়ী পেয়ে খোকনের আহ্লাদ আর ধরে না।

বফলা
দ্+ব=দ্ব, জ্+ব=জ্ব, ব্+ব=ব্ব।

দ্বারিকের আজ কি হয়েছে ?
আজ দ্বারিক আসে নি কেন ?
দ্বারিক তো প্রায় রোজই আসে।
আজ দ্বারিকের জ্বর হয়েছে।
জ্বর অবশ্য খুব বেশী নয়।
মাত্র নিরানব্বই।
মাত্র নিরানব্বই! তবে তো খুব বেশী নয়।

আজ ভাই-দ্বিতীয়া।
ভাই-দ্বিতীয়া কবে হয়
জানো ?
অমাবস্যার দিন দেওয়ালী,
তারপর যে দ্বিতীয়া হয়
তাকেই বলে ভাই-দ্বিতীয়া।
ভাই-দ্বিতীয়ার দিন
বোনেরা ভাইএর কপালে ফোঁটা দেয়।
শুধু ফোঁটাই দেয় না।
সেদিন বোনেরা ভাইদের খাওয়ায় ও নতুন কাপড় দেয়।
ভাইএর কপালে ফোঁটা দেয় আর বলে
—'ভাইএর কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পলো কাঁটা।'

ম্ + ব = ম্ব, ত্ + ব = ত্ব।

আমার চোখ দুটো জ্বালা করছে।
জ্বর আসবে না তো ?
সেদিন তো তোমার চোখ জ্বালা করে জ্বর এসেছিল।
এখনও জ্বর আসে নি তো।
যাও, কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওগে।

কম্বল মুড়ি দেবো না।
কম্বল বড়ো গরম।
কাঁথা কই, কাঁথা মুড়ি দেবো।
গতবছরে আমাদের বাগানে খুব আম হয়েছিল।
গতবছরে মা অনেক আমসত্বও দিয়েছিলেন।
আমরা অনেক আমসত্বও খেয়েছিলাম।
এখনও কয়েকখানা আমসত্ব আছে।

ল্+ব=ল্ব।

পূজোয় বিল্ব পত্র চাই।
বিল্ব পত্র কি জানো ?
বেলকে ভাল কথায় বিল্ব বলে।
আর পাতার ভালো কথা পত্র।
ফুল বেল পাতা দিয়ে
পূজো করা হয় জানো না ?

শ্‌+ব=শ্ব।

বিশের ভালো নাম বিশ্বনাথ।
ওর শ্বশুর বাড়ীতে সবাই
ওকে বিশ্বনাথই বলে।
ওর শ্বশুর বাড়ীতে ওকে
কেউ 'বিশে' বলে না।
পাড়ার ছেলেরা ওর নামে
তাই ছড়া কাটে—
"শ্বশুর বাড়ী গিয়ে বিশে
হলো বিশ্বনাথ,
কোচে বসে বাতাস খায়
তুলিয়ে লম্বা হাত।"

এই ছড়া শুনলে বিশ্বনাথ বড়ো চটে।
বিশ্বনাথের শ্বশুর বাড়ী সম্বলপুরে।
পূজোর সময় বিশ্বনাথের লম্বা ছুটি।
প্রতিবছর পূজোর সময় বিশ্বনাথ সম্বলপুরে যায়।
ভাদ্র আশ্বিন শরৎকাল।
ভাদ্র আশ্বিন মাসে বেশী জল হয় না।
এই দুই মাসকে শরৎকাল বলে।
শরৎকালে শিউলি ফুল ফোটে।
শরৎকালে কাশ ফুলও ফোটে।
তোমরা শিউলি ফুল ও কাশ ফুল দেখেছো তো ?

ণফলা = ৃ ।

অপরাহ্ণ মানে কি জানো ?
অপরাহ্ণ কথাটা তোমরা শোন নি ?
অপরাহ্ণ মানে বিকাল বেলা ।

ষ্ + ণ = ষ্ণ ।

কৃষ্ণাদের বাড়ীতে একটা
কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে ।
কৃষ্ণচূড়া গাছটি গরমের সময়ে
লাল লাল ফুলে ছেয়ে যায় ।
মনে হয় কৃষ্ণচূড়া গাছটিতে কে যেন
খানিক আবির ছড়িয়ে দিয়েছে ।
কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িগুলি
হাওয়ায় ঝুর ঝুর করে পড়ে ;
আর কৃষ্ণাদের বাগানটি ফুলে ছেয়ে যায় ।
দূর থেকে মনে হয় গাছটিতে যেন আগুন লেগেছে !
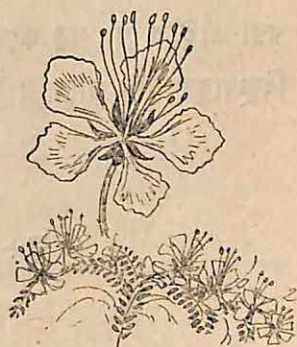
নফলা = ন।

গ্ + ন = গ্ন, ত্ + ন = ত্ন, প্ + ন = প্ন।

বিষ্ণুবাবুর ভগ্নীর নাম রত্না।
রত্না বিষ্ণুবাবুর বড়ো ভগ্নীর মেয়ে।
রত্না বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতেই থাকে।
বিষ্ণুবাবুর আর একটি ভাগ্নীও আছে।
সেই ভাগ্নীর নাম স্বপ্না।
স্বপ্না বিষ্ণুবাবুর ছোট ভগ্নীর মেয়ে।
স্বপ্না বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে থাকে না।
বিষ্ণুবাবুর ভাগ্নের নাম কৃষ্ণধন।
কৃষ্ণধন রত্নার নিজের ভাই।
রত্না ভাইকে খুব যত্ন করে।
বিষ্ণুবাবুর আর ভাগ্নে নাই।

স্ + ন = স্ন ; ন্ + ন = ন্ন।

আজ বড়ো শীত।
আমি আজ স্নান করবো না।
তুমি স্নান করবে ?
হ্যাঁ, আমি স্নান করবো।

আমি রোজই স্নান করি।
খোকা গরম জলে স্নান করে।
আমিও গরম জলে স্নান করি।
খোকা স্নান করতে চায় না।
স্নানের সময় তার কী কান্না!
ঝি তার কান্না থামাতে পারে না।
খোকার ঝি তাকে খুব যত্ন করে।
খোকার মাও তাকে খুব যত্ন করেন।

খুকু আজ গিন্নী হয়েছে।
সে নাকি তার মার মতো গিন্নী হবে।
তার মাকে সে ঘর কন্না করতে দেখেছে।
সেও মার মতো ঘর কন্না করবে।
মার ঘর কন্না দেখে তারও ঘর কন্নার শখ হয়েছে।
খুকু আজ রান্না করবে।
ঐ দেখ, খুকু কতো যত্ন করে রান্না করছে।
খুকু ঠিক যেন এক পাকা গিন্নী!

খুকু করে রান্না
তাই খেয়ে কাকা বাবু
জুড়ে দিল কান্না,
মামা এসে মুখ দিয়ে
আর খেতে চান না।
(সুনির্মল বসু)

শ+ন=শ্ন, ম্+ন=ম্ন।

এই প্রশ্নটা তো আমি বুঝতে পারছি না।
প্রশ্নটা কি পড়ো তো ?
প্রশ্নটায় লেখা আছে ঃ—
নিম্নলিখিত অংকগুলি কর।
নিম্ন মানে কি জানো না ?
না, নিম্ন মানে কি ?

নিম্ন মানে নীচ।
তার মানে নীচে লেখা অংকগুলি কষ।
এবার প্রশ্নটা বুঝলাম।

হ্ + ন = হ্ন।

এই খানিক আগেই জল হয়ে গেছে।
তাই নাকি ?
আকাশে তো মেঘের চিহ্নই নেই।
আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই বটে,
তবে গাছের পাতায় জলের চিহ্ন আছে।
গাছের পাতা থেকে টুপ টাপ করে এখনও জল পড়ছে।

তোমার কাপড়ে কালির চিহ্ন দেখছি।
হ্যাঁ, কাল আমার কাপড়ে কালি পড়েছিল।
এটা সেই কালিরই চিহ্ন।
কাপড়ের এই চিহ্নটা ধোপার।
ধোপারা তো কাপড়ে চিহ্ন দেয়।
নইলে কার কাপড় চিনবে কি করে ?

মফলা = ম।

দ্+ম=দ্ম, ন্+ম=ন্ম, ত্=ম=ত্ম,
হ্+ম=হ্ম, ষ্+ম=ষ্ম, ম্+ম=ম্ম, স্+ম=স্ম।

আজ পদ্মার জন্ম দিন।
আজ সাতাশে বৈশাখ তো ?
হ্যাঁ, আজই পদ্মার জন্মদিন।
কলকাতায় পদ্মপুকুরে পদ্মাদের বাড়ী।
পদ্মার জন্মদিনে ওদের পদ্মপুকুরের
বাড়ীতে খুব ধুমধাম হলো।
সেদিন পদ্মাদের বাড়ীতে কতো
আত্মীয় স্বজন এসেছিলেন।
অনেক আত্মীয় স্বজন
অবিশ্যি আসতে পারেন নি।
অনেক আত্মীয় স্বজন তো দূরে থাকেন।
সেদিন আবার কেউ কেউ পদ্মফুলও এনেছিল।
ব্রহ্মদেশে পদ্মার এক আত্মীয় থাকেন।
সেই আত্মীয়টি পদ্মার মামা হন।
তাঁর নাম চিন্ময় লাহিড়ী।
চিন্ময় লাহিড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।
পদ্মারাও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তো।

সেবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে পদ্মারা
ব্রহ্মদেশে বেড়াতে গিয়েছিল।
গ্রীষ্মের ছুটিটা তো লম্বা।
ব্রহ্মদেশে চিন্ময় বাবুর খুব মান।
তাঁর শুধু মান সম্মানই না।
সেখানকার লোকেরা তাঁকে খুব ভালও বাসে।
চিন্ময় বাবুর মেয়ের নাম স্মৃতি।
স্মৃতি ও পদ্মা প্রায় একবয়সী।
স্মৃতি ও পদ্মার মধ্যে খুব ভাব।

শ + ম = শ্ম।

পদ্মমধু খুব উপকারী।
কাশ্মীরের পদ্মমধুর খুব নাম।
ভালো কাশ্মিরী শালেরও খুব দাম।
বাবার খুব দামী একটি কাশ্মিরী শাল আছে।

রেফ = ´

এখন বর্ষা কাল।
কতো দিন যে সূর্য দেখা যায় নি।
বর্ষাকালে ছাতা ও বর্ষাতি ছাড়া
বেরুতে নেই।
বর্ষাকালে আমি সর্বদা ছাতা বা
বর্ষাতি নিয়ে বেরুই।
বর্ষাতি না নিলেও সর্বদাই
ছাতা নিই।
বর্ষাকালে জলে ভিজলে
বড়ো সর্দি কাশি হয়।
সেবার বর্ষায় আমি খুব সর্দি
কাশিতে ভুগেছি।
এ সময়ে অনেকেই সর্দি
কাশিতে ভোগে।

ঝর্ণা দেখেছো ?
রাঁচি, শিলং ও দার্জিলিং এ ঝর্ণা আছে।
গিরিডিতে উস্রী-নদীরও একটা ঝর্ণা আছে।
ঝর্ণার জল পাহাড় থেকে খুব জোরে নামে।

ঐ দেখ ঝর্ণার একটা ছবি।
ঝর্ণার জল যখন উপর থেকে পড়ে তখন খুব আওয়াজ হয়।
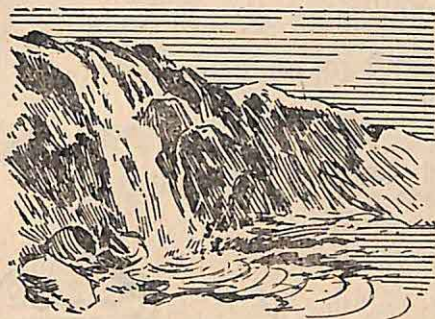
দার্জিলিং দেখতে কেমন ছবির মতো।
দার্জিলিংএ পাহাড়ের উপরে বাড়ীগুলি
ঠিক যেন ছবির মতো দেখায়।
দার্জিলিংএ গরমের সময়েও খুব শীত।
তাই লোকে গ্রীষ্মকালে দার্জিলিংএ যায়।

*　　*　　*

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে ?

ক্‌+ক=ক্ক।

ঐ দেখ একটা এক্কা গাড়ী।

তোমরা বোধ হয় এক্কাগাড়ী দেখনি।

এক্কা গাড়ী ঘোড়ায় টানে।

এক্কা খুব জোরে চলে।

আগে বিহারে খুব এক্কা দেখা যেতো।
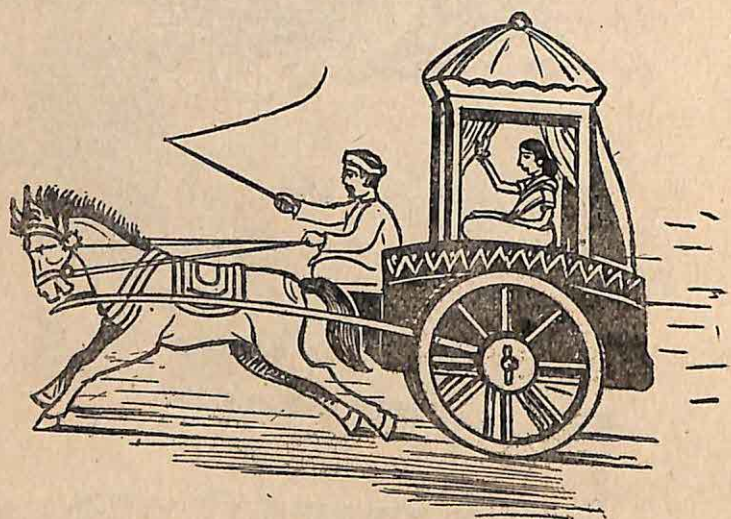
এক্কা ছাড়া অন্য গাড়ী প্রায় দেখাই যেত না।

একটা কবিতায় আছে—

"বেঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা

তাহে লাগে ধুপধাপ বিষম ধাক্কা।"
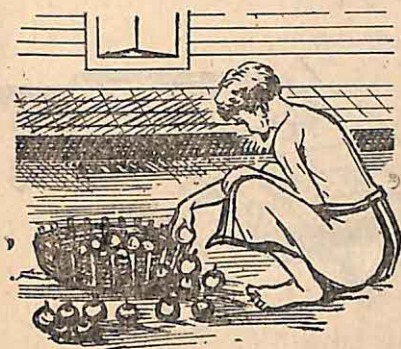
এক বুড়ো ফল বিক্রি করতো।
তার মাথায় ছিল এক
ফলের ঝুড়ি।
ধাক্কা লেগে ঝুড়িটা
মাটিতে পড়ে গেল।
পথ দেখে চলা উচিত।
মানুষকে কি অতো
জোরে ধাক্কা দেয় ?

শেয়াল কেমন করে
ডাকে বল তো ?
শেয়াল ডাকে—হুক্কা হুয়া।
ঐ বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে থেকে
শিয়াল ডাকে—হুক্কা হুয়া।
'হুক্কা হুয়া' শুনলেই ভয় করে।

ক্‌+ত=ক্ত।

ঐ তক্ত-পোশের
উপর বসো।
তক্তপোশটি কি
কাঠের ?
তক্তপোশটি শিশু
কাঠের তৈরী।
শিশু কাঠ খুব শক্ত।
তক্তপোশের উপর গদি পাতা।
তাই আর অতো শক্ত লাগবে না।
খোকার মাথা কেটে রক্ত পড়ছে।
রক্ত পড়বে না ?
খোকা তক্তপোশ থেকে পড়ে গিয়েছিল।
উঁচু থেকে পড়ে কেটে গেলে রক্ত তো পড়বেই।
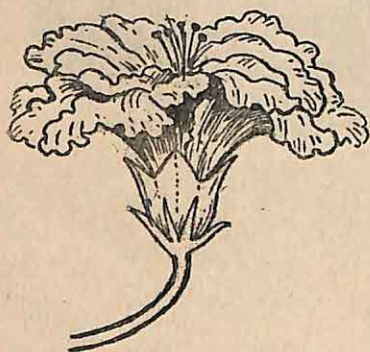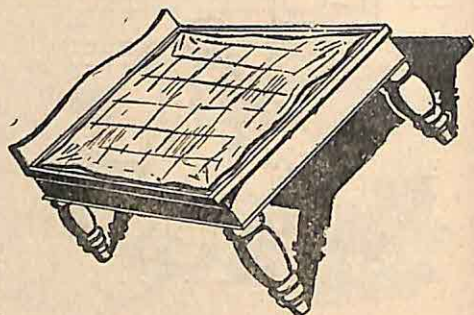
এটা একা রক্তজবা।
রক্ত জবার রঙ লাল টুকটুকে।
এর রঙ রক্তের মতোই লাল।
তাই এর নাম রক্ত-জবা।
রক্তজবা পূজোয় লাগে।
আমাদের বাগানে অনেক
রক্তজবা ফুটেছে।

ক্‌+ষ=ক্ষ।

ঐ ভিখিরীকে ভিক্ষে দাও।
ভিখিরীর পা একটা খোঁড়া।
ও ভিক্ষে করেই খায়।
কি ভিক্ষে দেবো ?
চাল, পয়সা—যা হয় দাও।

খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়েছে কোলা ব্যাঙ
মাছ নিয়েছে চিলে।

* *

তুমি মিথ্যে কথা
বলছো কেন ?
দাঁড়াও না, এখুনি তোমার
বাবাকে বলছি।

কক্ষনো মিথ্যে বলবে না।
না, আমি আর কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবো না।
তবে আমিও এক্ষুনি তোমার বাবাকে বলছি না।

ক্+স=ক্স।

আমি আজ দিল্লী যাবো।
দিল্লীতে মাত্রা দুদিন থাকবো
জিনিস পত্র খুব বেশী নেবো না।
শুধু একটি **বাক্স** ও বিছানা।
বাক্সতে নেবো খান কয়েক কাপড়।
বাক্সটা বেশী বড়ো নয় তো !
মাত্র ক'খানা কাপড় তো ?
বাক্সটাতে খুব ধরবে।

একটা ট্যাক্সি
ডাকো তো।
ট্যাক্সি চেনো তো ?
ট্যাক্সির রঙ কালো।
ট্যাক্সির উপরটা হয়
হলদে রঙের।

ভাড়া উঠবার জন্যে একটা মিটার থাকে।
মিটার দেখলেই বুঝবে ওটা ট্যাক্সি।
ছোট ট্যাক্সির মাথায় ট্যাক্সি লেখাও থাকে।

গ্‌+ধ=গ্ধ।

দুগ্ধ মানে কি জানো ?
দুগ্ধ কথাটা শোন নি বুঝি ?
দুগ্ধ মানে দুধ।
দুধের ভালো কথা—দুগ্ধ।

চাঁদের আলো খুব স্নিগ্ধ।
সূর্যের আলো মোটেই স্নিগ্ধ নয়।
সূর্যের আলো বড়োই কড়া।
তাই সূর্যের দিকে তাকানোই যায় না।

ঙ্‌+ক=ঙ্ক।
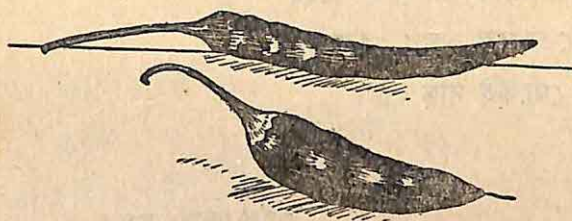
এটি একটি কালো লঙ্কা।
এ লঙ্কা পাকলেও কালো থাকবে।
এ লঙ্কা বড়ো ঝাল।
একে সূর্যমুখী লঙ্কা বলে।
এ লঙ্কা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।
তাই এর নাম সূর্যমুখী লঙ্কা।

অঙ্কুর।

কতোগুলি ছোলা জলে
ভিজানো ছিল।
আজ সেই ভিজানো ছোলা
থেকে অঙ্কুর বেরিছে।
অঙ্কুর মাটিতে পুঁতে জল
দিলে গাছ হবে!
অঙ্কুর বড়ো হয়ে গাছ হবে।
লঙ্কা. মটর, সিম, বেগুন এই সবের
বিচি জলে ভেজালে অঙ্কুর বেরয়।
সেই অঙ্কুর থেকেই গাছ হয়।
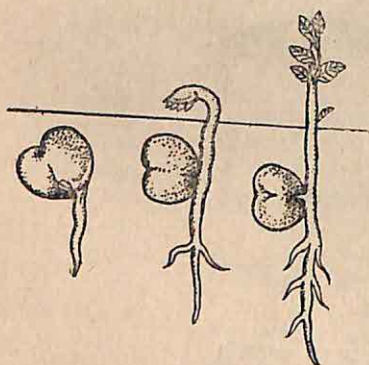
আমি অঙ্কে কাঁচা।
আমার অঙ্ক করতে ভালো লাগে না।
না, না, মন দিয়ে অঙ্ক কষবে।
তাহলে অঙ্ক করতে ভালো লাগবে।
অঙ্কে কাঁচা থাকলে তো চলবে না।

ঙ্ + খ = ঙ্খ।
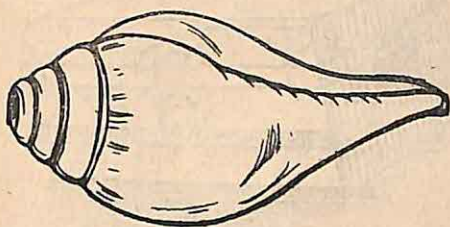
এটি একটি শঙ্খ।
শঙ্খ দেখেছো ?
শাঁখকে ভাল কথায়
শঙ্খ বলে।
বিয়ের সময় ও পূজোর সময়
শাঁখ বাজানো হয়।
শোনো নি ?

শঙ্খের মালা দোকানে বিক্রি হয়।
আমি তোমাকে একটা
শঙ্খের মালা কিনে দেবো।
শঙ্খের মালা নেবে তো ?
পুরীতে শঙ্খের মালা
পাওয়া যায়।
পুরীতে কেন, কলকাতায়ও পাওয়া যায়।

ঙ্‌+গ=ঙ্গ
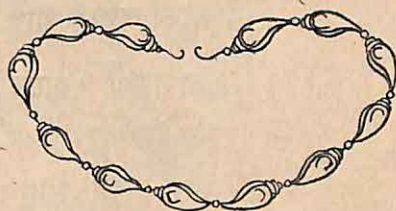
এই তোরঙ্গটি কার ?
এই তোরঙ্গটি আমার বাবার।
এই তোরঙ্গে কি কি আছে ?
এই তোরঙ্গে কাপড় আর
কিছু বই আছে।
তোরঙ্গটি খুব ভারী ?
হ্যাঁ, এই তোরঙ্গটি একটু
ভারী বইকি।
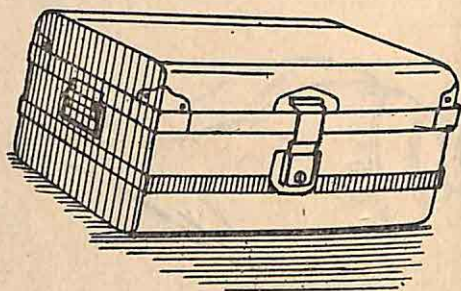
এ জায়গাটায় বড়ো জঙ্গল হয়েছে।
জায়গাটা ঘাসে ও আগাছায় ভরা।
ঘাস ও আগাছাগুলি কেটে ফেলতে হবে।
অতো জঙ্গল থাকা ভালো নয়।
অতো জঙ্গলে সাপ থাকতে পারে।

তোমার এক হাতে কটা আঙ্গুল ?
পাঁচটা আঙ্গুল।
দুহাতে কটা আঙ্গুল বল তো ?
পাঁচটা আর পাঁচটা—দশটা আঙ্গুল।
কোন আঙ্গুলকে তর্জনী বলে ?
দ্বিতীয় আঙ্গুলকে তর্জনী বলে।
দ্বিতীয় আঙ্গুল কোনটা দেখাও তো।
বুড়ো আঙ্গুলের ঠিক পরের আঙ্গুলটা।

ঙ্‌ + ঘ = ঙ্ঘ

আমার মাসীর নাম সঙ্ঘমিত্রা।
সঙ্ঘমিত্রা আমার একমাত্র মাসী।
সঙ্ঘমিত্রা আমার মার চেয়ে অনেক ছোট।
সঙ্ঘমিত্রা আমার চেয়ে মোটে চার বছরের বড়ো।

চ্‌ + চ = চ্চ।

আমাদের কুকুরটার সাতটা বাচ্চা হয়েছে।
সাতটা বাচ্চাই বেশ মোটা সোটা হয়েছে।
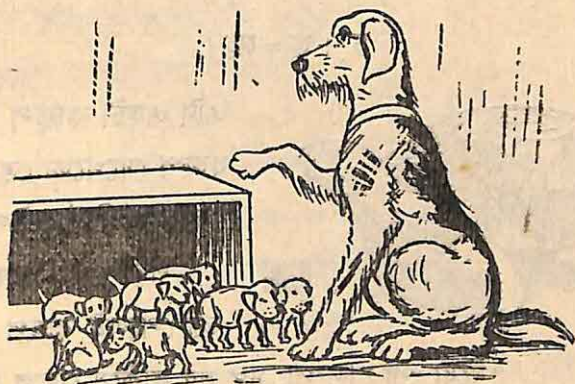
বাচ্চাগুলির এখনও চোখ ফোটেনি।
আরও কদিন পরে বাচ্চাগুলির চোখ ফুটবে।
বাচ্চাগুলি এখন দেখতেই পায় না।

ঐ দেখ, কুকুরটা কেমন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বসে আছে।
বাচ্চা কাচ্চাগুলি ওকে বড়ো জ্বালাতন করে।
বাচ্চাগুলি বেশী জ্বালাতন করলে ও বড়ো রেগে যায়।

খোকা এখন সব কথা বলতেই শেখেনি।
এখনও অনেক কথা উচ্চারণ করতেই পারে না।
ও এখন সব কথা উচ্চারণ করতে পারবে কন ?
আধো আধো কথা বলতে বলতেই ওর উচ্চারণ ঠিক হবে।

চ্ + ছ = চ্ছ।
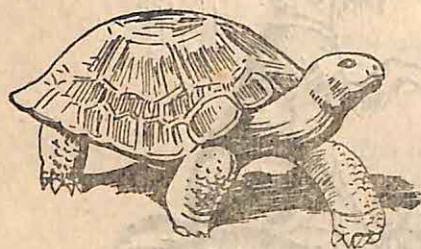
এটা একটা কচ্ছপ।
কচ্ছপ দেখেছো তো ?
কচ্ছপের পিঠের উপর একটা শক্ত খোল আছে।
ভয় পেলেই কচ্ছপ ঐ খোলের মধ্যে ওর হাত-পা, মুখ সব লুকিয়ে ফেলে।
লোকে কচ্ছপের মাংস খায়।
কচ্ছপ এক সঙ্গে অনেকগুলো ডিম পাড়ে।
লোকে কচ্ছপের ডিমও খায়।

ঐ একটা চৌবাচ্চা।
কলে তো সব সময়ে জল থাকে না !
তাই চৌবাচ্চাটাতে জল ধরে রাখা হয়।
এই চৌবাচ্চায় এখন কচ্ছপটিকে রাখা হবে।

তুমি উচ্ছে খাও তো ?
আমি মোটে উচ্ছে ভালো
বাসি না।
উচ্ছে বড়ো তেতো।
উচ্ছে ভাজা তবু ভালো।
উচ্ছে ভাজা অতো তেতো নয়।
আজ আমি সুক্তোর সঙ্গে উচ্ছে খেলাম।
আমার সুক্তো খেতে ভালো লাগে।
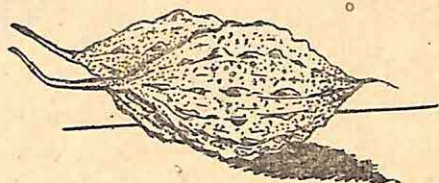
তোমাদের পূজোর ছুটি কবে হচ্ছে ?
কবে ছুটি হচ্ছে এখনও জানি না তো।
কবে ছুটি হচ্ছে খবর নাওনি ?
না, আজ খবর নেবো ভাবছি।
আমি পূজোর ছুটির সঙ্গে কয়েকদিন ছুটি নিচ্ছি।
তুমি নিচ্ছো না।

জ্ + জ = জ্জ

কাল বিকালে সাজ সজ্জা করে বসেছিলাম—
কই, গাড়ী পাঠালে না তো ?
আমার ভারি লজ্জা করছে !
তুমি সাজ সজ্জা করে বসেছিলে,
আর আমি গাড়ী পাঠাতে পারলাম না !
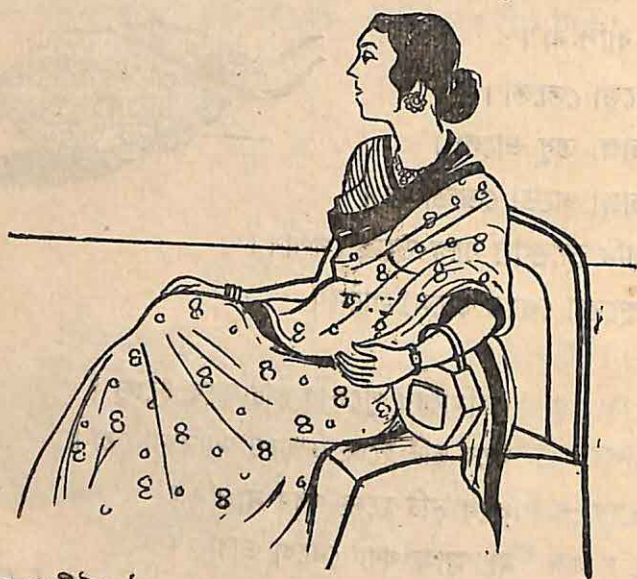
আমার গাড়ীটা হঠাৎ খারাপ হলো।
না, এতে লজ্জার কি আছে ?
লজ্জার কিছু নেই ?
গাড়ী খারাপ ছিল। আমায় খবর দেওয়া তো উচিত ছিল।

জ্ + ঞ = জ্ঞ

মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে।
হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল কেন ?
কি করে জানবো !
ডাক্তার ডাকতে পাঠাও না ?
এক্ষুনি বোধহয় জ্ঞান হবে।
ডাক্তার ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না।
চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছি।
ডাক্তারের ফি কতো ?
জানি না, জিজ্ঞেস করবো।
জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই।
ডাক্তারকে চারটে টাকা দিও।

ঞ্ + চ = ঞ্চ

জ্ঞানবাবুর বয়স কতো জানো ?
জ্ঞানবাবুর বয়স পঞ্চান্ন হবে বোধহয়।
ঠিক জানো ? আমার তো মনে হয় পঞ্চান্ন হবে না।
পঞ্চান্নর কিছু কমই হয়তো হবে।

ঞ + জ = ঞ্জ

খোকার গায়ে পাঞ্জাবী।
খোকা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরতে খুব ভালবাসে।
পাঞ্জাবীটা এবার ওর জন্মদিনে ওর মামা দিয়েছেন।
খোকার বাবা ওকে একটা গেঞ্জি দিয়েছেন।
খোকা গেঞ্জিটা মোটে গায়ে দিতে চায় না।

খোকা লজঞ্জুস খেতে ভালোবাসে।
আজ তার কী কান্না—লজঞ্জুসের জন্যে !
আমার কাছে মোটে দুটো লজঞ্জুস ছিল।
তার থেকে খোকাকে একটা দিলাম।
তবে খোকার কান্না থামলো।

ঞ্ + ছ = ঞ্ছ। ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ।

কাঞ্চনদের চাকরের নাম বাঞ্ছারাম।
বাঞ্ছারাম বড়ো কুড়ে।
সেজন্যে তাকে যে কতো লাঞ্ছনা সইতে হয়।
বাঞ্ছারাম বড়ো ঘুমায়।
ধাক্কা দিলেও তার ঘুম ভাঙে না।
কাঞ্চনের বাবার সকালে কলকাতায় যাবার কথা ছিল।
সকাল দশটায় তাঁর ট্রেন।
বাঞ্ছারাম সেদিনও প্রায় ন-টা অবধি ঘুমালো।
কাঞ্চনের বাবা খেতে চাইলেন।
বাঞ্ছারাম তখনও ভাত চড়ায় নি।
বাঞ্ছারামের উপর কাঞ্চনের বাবা খুব বিরক্ত হলেন।
তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—
'আমারই ভুল হয়েছে, খাবার ঝঞ্ঝাট না করলেই হতো।
কাঞ্চনের বাবা সেদিন ট্রেন ফেল করলেন।
ট্রেনটা না পাওয়ায় তাঁর কী ঝঞ্ঝাটটাই হলো !
বাঞ্ছারামেরও লাঞ্ছনার শেষ রইল না।

ট্+ট=ট্ট।

ছোট্ট খুকু।
ছোট্ট ছোট্ট তার হাত পা।
তেমনি তার মুখখানাও ছোট্ট।
ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটিতে তার ছোট্ট ছোট্ট দুটি বালা!
খুকুর হাতে ছোট্ট একটি পুতুল।

দেখ লাট্টুটা কেমন বন্ বন্ করে ঘুরছে!
ছোট্টুর বড়ো লাট্টুর শখ।
ছোট্টুর পড়াশুনায় মনই নেই।
সে সারাদিন শুধু লাট্টু ঘুরায়।
ছোট্টুর পকেটে সব সময়েই একটা লাট্টু।
ছোট্টুর ঠাকুরদা ওর সঙ্গে খুব ঠাট্টা করেন।
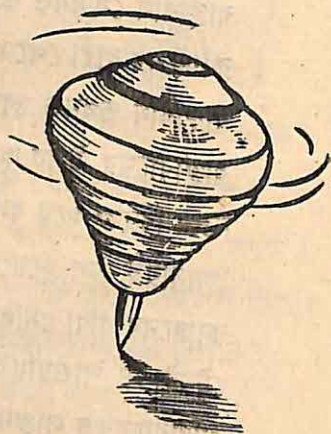
ঠাট্টা করে ঠাকুরদা ওর নাম দিয়েছেন—'লাট্টু মহারাজ।'
ঠাকুরদার ঠাট্টা ছোট্টু হেসেই উড়িয়ে দেয়।
ছোট্টুও ঠাকুরদার সঙ্গে খুব হাসি ঠাট্টা করে।

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হাট্টিমা টিম টিম।
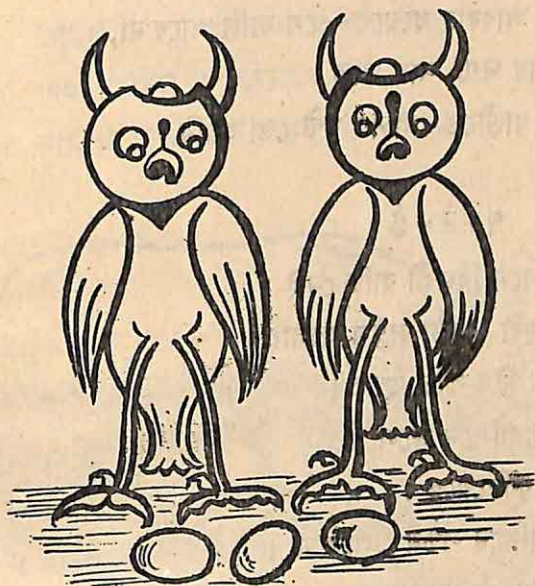
ন্‌+ট=ণ্ট

এখুনি ঢং ঢং করে চারটের ঘণ্টা বাজলো।
ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং।
ঐ দেখ একটা কতো বড়ো ঘণ্টা।
বাড়ীতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি বাজে।

মণ্টুর আজ অসুখ করেছে।
দু ঘণ্টা পর পর ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে।
তিন ঘণ্টা পর পর বার্লি খাওয়ানো হচ্ছে।
মণ্টু আজ আবদার ধরেছে—সে বার্লি খাবে না,
খাবে মোচার ঘণ্ট আর ভাত।
কিন্তু আজ বাড়ীতে মোচার ঘণ্ট তো হয়নি।

ণ+ঠ=ণ্ঠ।

মুদীর দোকানে বিজলী বাতি নেই।
রাত হলে মুদী একটা লণ্ঠন জ্বালায়।
লণ্ঠনটি টিম টিম করে জ্বলে।
লণ্ঠনটি কেরোসিনে জ্বলে।
কেরোসিন ফুরিয়েছে।
বিনা কেরোসিনে লণ্ঠন জ্বলবে না।
কেরোসিন আনাতে হবে।

এই শাড়ীখানার রঙ কি বলতো ?
এই শাড়ীখানার রঙ ময়ুরকণ্ঠী।
ময়ূর দেখেছো তো ?
ময়ূরের গলায় দুই রকম রঙ থাকে—লাল আর সবুজ।
এই দুই রঙ মিলে যে রঙ হয় তাকেই বলে ময়ূরকণ্ঠী।

ন্‌+ড=ণ্ড, ড়+গ=ড়্গ

আজ বড়ো ঠাণ্ডা পড়েছে।
এত ঠাণ্ডা ভালো লাগে না।
ভাতগুলি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।
এক পেয়ালা চা আনো।
নাঃ, এ চাও দেখছি একেবারে ঠাণ্ডা।
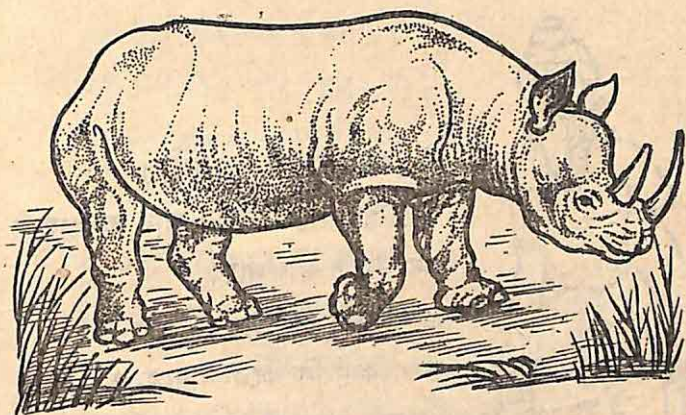
ঐ দেখ একটি গণ্ডার।
তোমরা চিড়িয়াখানায় গণ্ডার দেখেছো তো ?
আফ্রিকার জঙ্গলে গণ্ডার পাওয়া যায়।
আফ্রিকার জঙ্গলে আরও অনেক জানোয়ার পাওয়া যায়।
গণ্ডারের চামড়া খুব শক্ত হয়।

গণ্ডারের চামড়ায় ঢাল তৈরি হয়।
গণ্ডারের মাথায় খড়্গ আছে।
ঐ খড়্গ দিয়ে গণ্ডার মারতে পারে।

খড়্গ সিং একজন পাঞ্জাবী শিখ।
খড়্গ সিংএর বাড়ী পাঞ্জাবে।
খড়্গ সিংএর দুখানা ট্যাক্সি আছে।
খড়্গ সিং ট্যাক্সি চালায়।

ঐ দেখ একজন সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসীর হাতে চিমটা আর কমণ্ডলু।
কমণ্ডলুতে জল থাকে।
এ সন্ন্যাসী কি ভণ্ড ?
ভণ্ড কিনা কি করে জানবো ?
গেরুয়া পরলেই কি সন্ন্যাসী হয় ?

ত্ + ত = ত্ত

এক রত্তি মেয়ে খুকু।
তার পাকামি দেখে হেসে মরি।
আজ খুকুর মেয়ের বিয়ে।
সে একখানি সাদা শাড়ী পরেছে।
সে নাকি শ্বাশুড়ী হচ্ছে।
তার জামাই আসছে।
সে আর ফ্রক পরবে না।
রঙীন শাড়ীও আর পরবে না।
জামাই তাহলে বলবে কি ?
একরত্তি মেয়ের পাকামি দেখে হেসে বাঁচিনা।

শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বয়।
উত্তুরে হাওয়া খুব ঠাণ্ডা।
উত্তর দিক কোনটা বলতো।
সকালে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে
তোমার বাঁ হাতের দিকটাই হবে উত্তর দিক।
উত্তর দিকে ধ্রুব তারা থাকে।
ধ্রুব তারা সব সময় উত্তর দিকে থাকে।

এই প্রশ্নের উত্তরটা লেখো তো !
উত্তরটা কি হবে আগে ভেবে নাও।
তার পর উত্তরটা লিখবে।

থ্ + থ = ত্থ।

ঐ দেখ এক থুত্থুরী বুড়ি।
থুত্থুরী বুড়ির বয়স কতো জানো?
ঐ থুত্থুরী বুড়ির বয়স নব্বুই-এর উপর।
ও এখনও থুত্থুর করে চলে।
আর খুট্ খুট্ করে এটা ওটা করে।

একটা একটা অশ্বত্থ গাছ।
অশ্বত্থ গাছ আরও প্রকাণ্ড হয়।
আমাদের দালানেও একটি অশ্বত্থ চারা গজিয়েছে।
চারাটিকে উপড়ে ফেলতে হবে।
নইলে ওটি দালান ফাটিয়ে দেবে।

কোত্থেকে এতো মাছি এল বল তো?
দেখতে হয় কোত্থেকে এতো মাছি হলো।
নদ্দমাটায় পচা জল জমেছে।
ঐখান থেকেই মাছি আসছে।

দ্‌ + দ = দ্দ।

"দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।"

(৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

আজ মুদীর দোকানে বড়ো খদ্দেরের ভিড়।
আজ এতো খদ্দেরের ভিড় কেন বলতো ?
এখন যে মাসের প্রথম।
ঐ দোকানে অনেক বাঁধা খদ্দের আছে।
সেই খদ্দেররা মাসের জিনিস কিনছে।

চলো, ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যাই।
আর কদ্দুর যেতে হবে ?
পথ যে আর ফুরায় না !
এদ্দূর যখন এসেছো তখন শেষ
অবধিই যাওয়া যাক।
পথ আর বেশী নেই।

দ্‌+ধ=দ্ধ।

বুদ্ধমূর্তি দেখেছ ?
এটি একটি বুদ্ধমূর্তি।
বুদ্ধমূর্তিটি কিসের ?
বুদ্ধ মূর্তিটি মাটির।
কার তৈরী ?
নিতাই পালের।

আমার চশমা কোথায় গেল ?
খাপটাও তো পাচ্ছি না।
খাপশুদ্ধ চশমাটা যে কোথায় রাখলাম মনে নেই।
খাপশুদ্ধ চশমাটা যাবে কোথায় ?
ঘরেই আছে।
ভালো করে খুঁজে দেখো।

খোকনের খুব বুদ্ধি।
এই তো মোটে দুবছর বয়স হলো।
এর মধ্যেই ও কতো কথা বলতে শিখেছে !
খোকনের বড়ো ভাই টোকনের এত বুদ্ধি ছিল না।

দ্‌+ভ=দ্ভ।

লোকটি দেখতে কেমন অদ্ভুত।
ওর পোষাকটিও তেমনি অদ্ভুত।
ওর অদ্ভুত পোষাক আর চেহারা দেখে
সবাই হাসে।
সার্কাস দেখেছো তো ?
সার্কাসে এইরকম অদ্ভুত লোক থাকে।
এই রকম লোককে ক্লাউন বলে।
ক্লাউন সবাইকে হাসায়।

এক বুড়োর চার ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে মোটে **সদ্ভাব** ছিল না। তারা দিনরাত কেবল ঝগড়া করতো। বুড়োর মনে সেই জন্যে বড়ো দুঃখ ছিল। সে একদিন ছেলেদের কয়েকটা বাঁশের কঞ্চি আনতে বললো। তারপর চার ছেলেকে চারটে কঞ্চি দিয়ে ভাঙতে বললো। চারজনেই কঞ্চিগুলো সহজেই ভেঙে ফেললো। বুড়ো তখন কঞ্চিগুলির একটা আঁটি বেঁধে সেটি ভাঙতে বললো। আঁটিটা খুব শক্ত। কেউই সেটা ভাঙতে পারলো না। তখন বুড়ো বললো— "তোমরা খালি ঝগড়া কর। মিলে মিশে থাকো না। দেখলে তো আলাদা আলাদা কঞ্চিগুলি কেমন সহজেই ভেঙে গেল। অথচ আঁটি

বাঁধা কঞ্চিগুলি তোমরা কেউ ভাঙতেই পারলে না। মিলে মিশে থাকলে কেউই সহজে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এই জন্যে ভাইএ ভাইএ সদ্ভাব থাকা দরকার।”

ন্‌+ত=ন্ত।

চড়ুই ভাতি।

শান্তি। অজন্তা, তুমি হন্ত দন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছো ?

অজন্তা। হন্ত দন্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছি না। আজ আমরা চড়ুই ভাতি করতে যাচ্ছি।

শান্তি। কোথায় চড়ুই ভাতি করতে যাচ্ছো ?

অজন্তা। ডায়মণ্ডহারবারে। তুমি যাবে ?

শান্তি। না, আমি যেতে পারবো না। তোমরা আমায় নেমন্তন্নও তো করনি।

অজন্তা। বাঃ! এখনই নেমন্তন্ন করছি তো।

শান্তি। তোমরা কে কে যাচ্ছো?

অজন্তা। মিত্রা, রত্না, পদ্মা, স্বপ্না আর শুক্লা। স্নেহদি ও সঙ্ঘমিত্রাদিও সঙ্গে যাচ্ছেন। স্নেহদির বাড়ী তো ডায়মণ্ড হারবারেই। শ্রীকান্ত চাকরকেও সঙ্গে নেবো। শ্রীকান্তর বাড়ী লক্ষ্মীকান্তপুরে। ও অনেকবার নাকি ডায়মণ্ড হারবারে গেছে।

শান্তি। শ্রীকান্তকে সঙ্গে নেওয়া ভালোই। ওর বাড়ী লক্ষ্মীকান্তপুরে নাকি? আমি তা জানতাম না তো। তাছাড়া, রান্না বান্না করবে কে? তোমরা তো ঘুরে বেড়াবে?

অজন্তা। বাড়ী থেকেই খিচুড়ি, মাংস ও বেগুনি রান্না করে নিয়ে যাবো। বেড়াতে গিয়ে আর রান্না-বাড়ির হাঙ্গামা ভালো লাগে না। হাঁড়ি কড়া হাতা বেড়ি খুন্তি—ওসব নিয়ে যাওয়াও তো কম হাঙ্গামা নয়। খুন্তি নাড়লে আর বেড়াবো কখন? একসের পান্তুয়াও নেবো। আমরা সবাই পান্তুয়া ভালোবাসি।

শান্তি। শুধু পান্তুয়াই নেবে? আর কোনও খাবার নেবে না?

অজন্তা। কিছু সিঙ্গাড়াও নেবো। চায়ের সঙ্গে বেশ সিঙ্গাড়াও খাওয়া যাবে। আমরা নদীতে নৌকো করে খানিক বেড়াবো। নদী এখন বেশ শান্ত। শান্ত নদীতে নৌকোয় বেড়ানোতে কোনও ভয় নেই।

কার্তিক ও অগ্রাণ দুমাস হেমন্ত কাল।
শরৎ কালের পরেই হেমন্ত কাল।
হেমন্ত কালে ধান কাটা হয়।
হেমন্ত কালে খুব শিশির পড়ে।
সকাল বেলায় শিশিরে ঘাস ভিজে যায়।

"চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই—
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ঐ খানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।"
(৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ন্+থ=ন্থ।

কুঁজী মন্থরার পরামর্শেই কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠাতে আর ভরতকে রাজা করতে চেয়েছিলেন। কুঁজী মন্থরা ছিল তাঁর ঝি। রাম রাজা হবেন শুনে প্রথমে কৈকেয়ী খুব খুশীই হয়েছিলেন। খুশী হয়ে তিনি মন্থরাকে গলার হার দিতে গিয়েছিলেন। মন্থরা তখন তাঁকে অন্য পরামর্শ দিলো। একবার কৈকেয়ী রাজা দশরথের খুব সেবা করেছিলেন। দশরথ তখন খুব খুশী হয়ে কৈকেয়ীকে দুটো বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী বর দুটি পরে চাইবেন বলেছিলেন। মন্থরা এখন সেই বর দুটি চাইতে বললো। এক বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে পাঠাতে হবে, আর অন্য বরে ভরতকে রাজা করতে হবে।

ন্‌+দ=ন্দ

এটা একটা বন্দুক।

বন্দুক দেখেছো তো?

এটা দেখতে ঠিক সত্যিকারের বন্দুকের মতোই।

এটা খেলবার বন্দুক।

বাবার বন্দুক দেখে খোকনেরও

একটা বন্দুকের শখ হল।

ওর বাবা ওকে এই খেলবার বন্দুক দিয়েছেন।

এই বন্দুকের আওয়াজ শুনেই

খোকন বেজায় ভয় পায়।

ওর সাহস দেখেছো!

এক থালা **সন্দেশ**।

সন্দেশ খেতে তোমরা খুব ভালবাস না?

সন্দেশ কি দিয়ে তৈরি হয় বলতো?

ছানা ও চিনি দিয়ে তৈরি হয়, না?

শীতকালে নূতন গুড়ের সন্দেশও ভালো।

সন্দেশ ক্ষীরেরও হয়।

এই ফুলদানিটি ভারি সুন্দর তো !
এই ফুলদানিটি আমার ভারি পছন্দ।
এই ফুলদানিটি শান্তিনিকেতনের তৈরী।
শান্তির বাবা এটি শান্তিনিকেতন থেকে
এনেছেন।
শান্তিনিকেতনে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস
তৈরি হয়।
আমার শান্তিনিকেতনের জিনিস খুব পছন্দ।

সুন্দরবনের বাঘ দেখেছ ?
সুন্দর বনে খুব জঙ্গল (জংগল)।
সুন্দর বনে অনেক বাঘ, হরিণ, সাপ
ইত্যাদি দেখা যায়।
সুন্দরবনে সুন্দরী কাঠ পাওয়া যায়।
সুন্দরী কাঠের জন্যেই এর নাম সুন্দরবন।

ন্‌+ধ=ন্ধ

অন্ধ কানাই গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।
অন্ধ কানাই বেশ গান গায় কিন্তু।
কানাই অন্ধকারেও বেশ পথ চলে।
অন্ধের কাছে রাত দিন দুই-ই সমান।
অন্ধকারে পথ চলতে অন্ধের কোনও
অসুবিধাই নেই।

ঐ দেখ অন্ধ কানাই চলেছে।
ওর হাতে একটি একতারা।

সন্ধ্যে হলো, বাতি জ্বালো, সন্ধ্যে বেলায়
অন্ধকার ঘরে থাকতে ভালো লাগে না।
সন্ধ্যেবেলায় হিন্দুরা শাঁখ বাজায় ও
আলো দেখায়। তাকে হিন্দুরা সন্ধ্যে দেওয়া বলে।

প্‌+প=প্প

সুতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠলো গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ, থাপ্পড় দিল গালে।

প্‌+ত=প্ত

সাত দিনে এক সপ্তাহ।
চার সপ্তাহে এক মাস।
তাই না?
এক মাস চার সপ্তাহের বেশী।
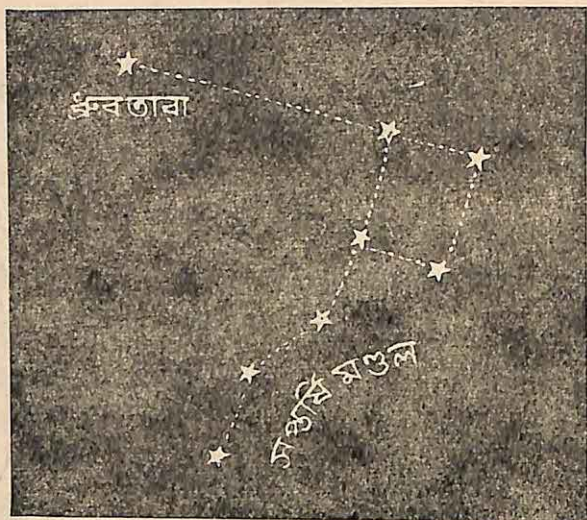
আকাশে সাতটি তারা একসঙ্গে থাকে দেখেছো ?
তারা সাতটি মিলে দেখতে হয় ঠিক যেন
একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ।
এই তারা সাতটিকে কি বলে জানো ?
একে বলে **সপ্তর্ষি** মণ্ডল ।
সপ্তর্ষি মণ্ডল সব সময়ে আকাশের
এক জায়গায় থাকে না ।

ব্‌+জ=ব্জ

এই বাক্সটির কব্জা ভেঙে গেছে।
বাক্সটি অব্জার।
অব্জার মা ওকে ওটা দিয়েছেন।
কব্জাটি আর মেরামত করা চলবে না।
তাই একটা নতুন কব্জা কিনতে হবে।
কব্জার দাম খুব বেশী হবে না।

এই কঞ্চির ঝুড়িটা শাক সব্জীতে ভরা।
আমাদের একটি সব্জীর বাগান আছে।
সেই বাগানে নানারকম
সব্জী হয়।
আমাদের বাজার থেকে শাকসব্জ
প্রায় কিনতেই হয় না।

ব্‌+দ=ব্দ

কেমন জব্দ হয়েছে খোকন।
খোকন আজ তার মার কথা শোনে নি।
তাই ও আজ চিড়িয়াখানায় যেতে পায় নি।
খোকন আজ কারুর সঙ্গে খেলতেও পায় নি।
কেমন জব্দ হয়েছে খোকন !

কী যেন একটা শব্দ হলো। ও ঘরে কি পড়লো ? কাঁসার বাসন ছিল তো ওঘরে। তাই পড়ার শব্দ হলো নাকি ? না তো, কাঁসার বাসন পড়লে ঝন ঝন শব্দ হতো। ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে যেন। টোকা মারার শব্দ বলে মনে হচ্ছে ওটা, না ? জানালার পাল্লাটা বাতাসে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পাল্লাটা বন্ধ করে দাও না ? ঘড়িটা বন্ধ নাকি দেখ তো ? কই, টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না তো ? রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ? ঐ রিক্সাকে ডাকো তো। আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি।

ম্+প–ম্প

অনেক বছর আগে বিহারে একটা বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। তোমরা তখন জন্মাও নি। বিহারের সেই ভূমিকম্পে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। অনেক বাড়ী ঘরও পড়ে গিয়েছিল। মাটি ফুঁড়ে কেবল বেরুচ্ছিল জল আর বালি। সেই ভূমিকম্পে অনেক কূয়োও শুকিয়ে গিয়েছিল।

ম্‌+ফ=ম্ফ

অতো লম্ফ ঝম্ফ করছো কেন ? শান্ত হয়ে কাজ করো তো। অতো লম্ফ ঝম্ফ করলে কোনও কাজই ঠিকমতো করতে পারবে না। খোকন দিনরাত কেবল 'খাই' 'খাই' করে। অতো লম্ফ ঝম্ফ করলে তো খিদে পাবেই !

ম্‌+ভ=ম্ভ

এখন সন্ধ্যে সাতটা। এখন পড়া আরম্ভ করবার সময় হয়েছে। দেরী করে পড়া আরম্ভ করলে আর কতটুকু পড়বে ? সকাল সকাল পড়া আরম্ভ করবে। আর সকাল সকাল শুতে যাবে। সেই তো ভালো। শম্ভু ঠিক সাতটায় পড়া আরম্ভ করে আর ঠিক নটায় পড়া ছাড়ে। দু ঘণ্টা পড়লেই হবে। শম্ভু বড় বেশী রকম গম্ভীর। ছেলে মানুষের অতো বেশী গম্ভীর হওয়া ভালো নয়।

তোমার বাবা কবে আসছেন ?

খুব সম্ভব, আস্‌ছে বুধবার দিন আসছেন।

কতদিন এখানে থাকবেন ?

খুব সম্ভব, মাস দুই এখানে থাকবেন।

তুমি কি বাবার সঙ্গে যাবে ?

খুব সম্ভব, যাবো না।

হনুমানের লেজটি ছিল
বেজায় রকম লম্বা—
জলার ধারে ফলার সারে,
খায় সে পাকা রম্ভা ;
হঠাৎ লাগে বাগড়া—
জলায় ছিল কাঁকড়া,
বাগিয়ে দাঁড়া কামড় লাগায়
হনুমানের পুচ্ছে,
রম্ভা খাওয়া ছেড়ে হনু
লম্ফ লাগায় উচ্চে।
(সুনির্মল বসু)

ল্ + ট = ল্ট

খোকন চেয়ার উল্টিয়ে পড়ে গেল।
ভাগ্যিস, ওর বেশি লাগে নি।
লাগলে কি আর রক্ষা ছিল ?
তাহলে তো সারা বাড়ী তোলপাড় করতো।

সেদিন দাদার গাড়ী গেল উল্টে।
সামনে আসছিল এক মাল-বোঝাই ঠেলা গাড়ী।
তাকে বাঁচাতে গিয়েই দাদার গাড়ীখানা গেল
উল্টে।

ড্রাইভারের মাথায় একটু চোট লেগেছিল।
ড্রাইভার ছাড়া আর কারুর কিছু হয় নি।

ল্‌ + ক = ল্ক

তোমরা পাল্কী দেখেছো ?
ঐ দেখ একটা পাল্কী।
এখনও কোনও কোনও জায়গায়
পাল্কী দেখা যায়।
পাল্কী হাল্কা কাঠে তৈরী।
পাল্কী মানুষে বয়।
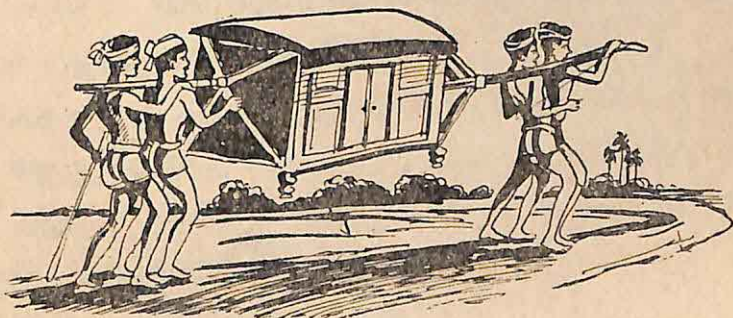
এই ঝুড়িটা তো খুব হাল্কা দেখছি।
ঝুড়িটা তো হাল্কা হবেই।
ওর মধ্যে আর আছে কি ?
কতোগুলো খালি কাগজের বাক্স আর খান কয়েক কাগজ।
এ বাক্সটাও তো হাল্কা দেখছি।
ওর মধ্যে শুধু খান কয়েক রেশমের শাড়ী।
রেশমের শাড়ী সূতী শাড়ীর চেয়ে হাল্কা।

ভেল্কি বাজি দেখেছো ?
একা লোক ম্যাজিক দেখাতে এসে
কত রকম ভেল্কি বাজি দেখালো।
একটা টাকা থেকে হলো কতোগুলি টাকা।
একটা রুমাল থেকে হলো কতোগুলি রুমাল।
ভেল্কি বাজি নাকি শুধু হাতেরই কায়দা।
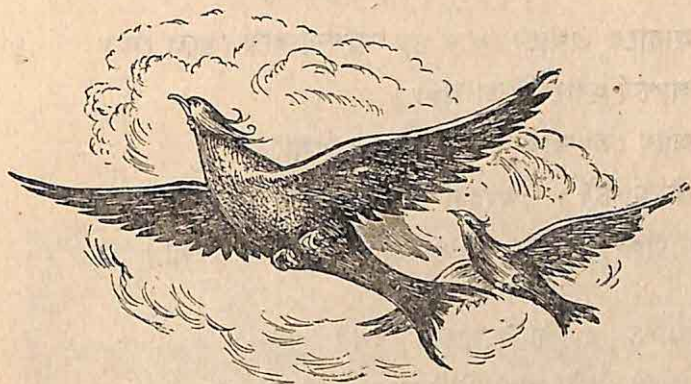
ল্ + প = ল্প ।

কল্পনা। দিদি আমায় একটা সুন্দর গল্প বল না ?

আল্পনা। কিসের গল্প শুনবে ? ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর, রাজা রাণীর, না পরীর গল্প শুনবে ? রাক্ষস খক্কোসের গল্প আর ভালো লাগে না।

কল্পনা। আজ সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পটাই শুনবো। অনেকদিন শুনি নি গল্পটা। ওটা আবার শুনবো।

আল্পনা। গল্পটা শুনে আবার ওটা আমায় বলতে হবে কিন্তু। তারপর তোমাদের দিয়ে খেলা করাবো।

কল্পনা। বাঃ রে, আমি বুঝি একলাই সব গল্পটা বলবো ? সবাই অল্প অল্প করে বলবে না ?

আল্পনা। আচ্ছা তাই হবে। গল্পটা সবাই অল্প অল্প করে বলবে। সকলকে ডাকো তাহলে।

কল্পনা। আচ্ছা, সকলকে ডাকছি।

শ্ + চ = শ্চ

আমাকে এখানে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলে যে !

আশ্চর্য হবারই তো কথা ।

আমি তো জানতাম তুমি এখন বিলাতে ।

কী আশ্চর্য ! খবরটা তুমিও শুনেছ তাহলে ।

যাবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ যাওয়া বন্ধ হলো ।

পশ্চিম বাঙলা আমাদের দেশ ।

আগে গোটা বাঙলাটাই ছিল আমাদের দেশ ।

এখন শুধু পশ্চিম বাঙলাই আমাদের দেশ ।

কলকাতা পশ্চিম বাঙলার সব চেয়ে বড়ো শহর ।

আজ আমি বাড়ী যাচ্ছি ।

আমি শনিবারের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবো ।

তোমাদের বাগানের কিছু ফল তরকারি এনো কিন্তু ।

নিশ্চয়ই আনবো ।

ষ + ক = ষ্ক

এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার । একটুও মেঘের চিহ্ন নেই । এখন পর্যন্ত তো আকাশ বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে । শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার থাকলেই এখন বাঁচি! সেদিনও তো আকাশ বেশ পরিষ্কারই ছিল । ছাতা না নিয়েই বেরিয়েছিলাম । হঠাৎ কোত্থেকে কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো । তারপর এলো জল । পরিষ্কার জামা কাপড় পরে বেরিয়েছিলাম । জলে কাদায় সব ময়লা হয়ে গেল ।

ষ+ট=ষ্ট

এটি একটি খাবারের দোকান। দোকানটির নাম 'মিষ্টিমুখ'। 'মিষ্টিমুখ' নামটি বেশ নয়? এখানে এসে লোকে মিষ্টি মুখ করে কিনা? তাই এর নাম 'মিষ্টিমুখ'। 'মিষ্টিমুখে' প্রায় সব রকম মিষ্টিই পাওয়া যায়।

মিষ্টিমুখের সন্দেশ, রসগোল্লা, আর পান্তুয়া খুবই ভালো।

একজন বোষ্টম একতারা বাজিয়ে
গান গাইছে।
বোষ্টমটি খুব ভালো গান গায়।
ওর গলাটিও ভারি মিষ্টি।
এই বোষ্টমটির নাম কেষ্ট।
কেষ্ট হচ্ছে জাত বোষ্টম।
কেষ্টর সংসারে কেউ নেই।
ও গান গেয়েই ভিক্ষে করে।

"বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলে বেলার গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ষ্ + ঠ = ষ্ঠ।

গোষ্ঠ চরণের ছেলে ষষ্ঠী চরণ।
ষষ্ঠী চরণ বড়ো দুষ্টু।
ও শুধু দুষ্টু নয়।
ষষ্ঠীর মায়া মমতাও নেই।
ষষ্ঠী গোষ্ঠের একমাত্র ছেলে।

ষষ্ঠী তাই খুব আদুরে।
ষষ্ঠীর মা ওকে খুবই আদর দেন।
ষষ্ঠী চুপি চুপি গাছে চড়ে।
পাখীর বাসা থেকে ও পাখীর ছানা চুরি করে নিয়ে আসে।
আর কী নিষ্ঠুর ভাবে ছানাগুলিকে যন্ত্রণা দেয়।
যন্ত্রণায় ছানাগুলি ছট্‌ফট্‌ করে।
ষষ্ঠী এমন নিষ্ঠুর যে ছানাগুলির যন্ত্রণা দেখেও ওর মায়া হয় না।
ও ছানাগুলির যন্ত্রণা দেখে হাসে।
জীব জন্তুর প্রতি অতো নিষ্ঠুর হতে নেই।
জীবজন্তুরও তো প্রাণ আছে।
আমাদের যেমন কষ্ট হয় ওদেরও তেমনি কষ্ট হয়।
প্রাণীকে অমন করে কষ্ট দিতে নেই।

আজ কোন তিথি ?
আজ ষষ্ঠী।
আজ মায়ের ষষ্ঠীর উপোস।
তাই আমি ঠিক জানি আজ ষষ্ঠী।

গ্রীষ্মকালে খুব গরম।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—এই দুই মাসে খুব গরম হয়।
এই সময়টাকে গ্রীষ্মকাল বলে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেই আম পাকে।

ষ্‌+প=ষ্প।

পারুলের ছোট বোনের নাম পুষ্প।
পুষ্প মানে কি জানো ?
পুষ্প মানে ফুল।
পুষ্প দেখতে ফুলের মতোই সুন্দর।
পুষ্পর স্বভাবটিও খুব মিষ্টি।
পারুলের স্বভাবও খুব মিষ্টি।

স্‌+প=স্প

এই ছুরিটি ইস্পাতের তৈরী।
ইস্পাত লোহার চেয়েও শক্ত।
ইস্পাত দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি হয়।
খাবার বাসনও ইস্পাতে তৈরি হয়।
ভালো ইস্পাতে সহজে মরচে পড়ে না।
ইস্পাত রূপোর মতো ঝকঝক করে।
তোমরা নিশ্চয়ই ইস্পাত দেখেছো ?

খোকার সব কথা এখনও স্পষ্ট হয় নি।
ওর অনেক কথাই বড়ো অস্পষ্ট।
ওর মা বলেন ক্রমে ক্রমে ওর কথা স্পষ্ট হবে।

ওর কথা অস্পষ্ট হলেও শুনতে বেশ ভালোই লাগে।
খোকা স্পষ্ট করে কথাগুলি উচ্চারণ করতে চেষ্টাই করে না।
ওর উচ্চারণ অস্পষ্ট বলে ওর অনেক কথা বোঝাই যায় না।
ছোটবেলা থেকেই কথাগুলি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করবে।

আমার ঘড়ির স্প্রিংটা কেটে গেছে দেখছি।
স্প্রিংটা তাহলে বদলাতে হবে দেখছি।
নতুন স্প্রিংএর দাম কত বলতো !
স্প্রিংএর দাম যাই হোক না কেন,
স্প্রিংটা বদলাতেই হবে।

স্ + ক = স্ক
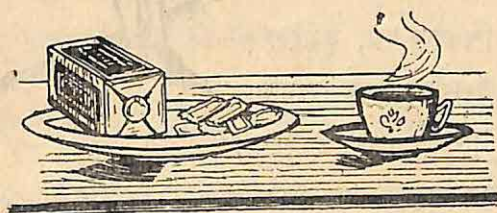
এক পেয়ালা চা আনো তো ?
শুধু চা আনবো ?
যদি বিস্কুট থাকে তো কখানা বিস্কুট এনো।
ঘরে বিস্কুট না থাকলে দোকান থেকে আনতে দাও।
কানাইএর দোকানে ভালো বিস্কুট পাওয়া যায়।
খান দশেক বিস্কুট আনলেই হবে, না ?

লণ্ঠনটা টিম টিম করে জ্বলছে।
বাতিটা একটু উস্কে দাও না ?
বাতিটা তো উস্কে দিয়েছি।
তবু দেখছি টিমটিমে আলো হচ্ছে।
তাহলে বাতিটা আর উস্কিও না।
চিমনীটাই বোধহয় পরিষ্কার নাই।
কাল চিমনীটা পরিষ্কার করো।

তোমরা রোজ শিক্ষক শিক্ষিকাদের
নমস্কার করো তো ?
রোজ শিক্ষক শিক্ষিকাদের
নমস্কার করবে।
এসব শিষ্টাচার শিখতে হয়, বুঝলে ?
পড়াশুনা যেমন শিখতে হবে তেমনি
শিষ্টাচারও শিখতে হবে।
কোনও মানী লোক স্কুলে এলে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবে।
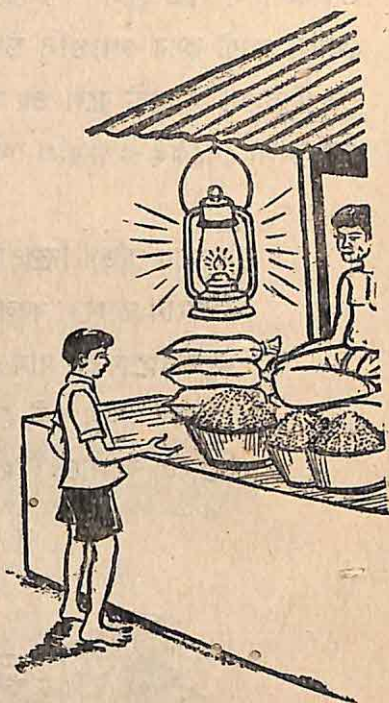
স্‌+ত=স্ত ; স্‌+ট=স্ট।

স্কুলে এসে চেঁচাতে নেই।
আস্তে আস্তে কথা বলবে।
চেঁচিয়ে কথা বলবার অভ্যাস ভালো নয়।
আস্তে আস্তে কথা বলবে, কি বল ?

রাস্তায় অতো গোলমাল হচ্ছে কেন ?

রাস্তায় অতো গোলমাল কেন জানি না তো।

সামনের রাস্তাটা কদ্দূর গেছে জানো ?

এ রাস্তাটা স্টেশান পর্যন্ত গেছে।

এখান থেকে স্টেশান কতদূর ?

এখান থেকে স্টেশান খুব বেশী দূর নয়।

বোধহয় মাইলটাক হবে, তাই না ?

আজ আমাদের বাড়ীতে কজনকে খাবার নেমন্তন্ন করেছি। আজ পোলাও রান্না হবে। পোলাওএর জন্যে কিছু পেস্তা বাদাম চাই। কিছু পেস্তা বাদাম এনো। কিছু পেস্তার বরফীও এনো। পেস্তার বরফী কোথায় পাওয়া যায় জানো তো ? কিছু খাস্তা কচুরীও এনো। খাস্তা কচুরী বেশ সস্তা। সস্তা না হলে কচুরী এনো না।

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই-করা কলসি হাঁড়ি।
গাড়ী চালায় বংশী বদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।

হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নক্সা কাটা,
ঝাঁকরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্‌+থ=স্থ

শান্তির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উনি তো বেশ সুস্থই ছিলেন। সুস্থ মানুষ বেড়িয়ে এসেই বললেন—'আমার শরীরটা যেন কেমন করছে।' এক ঘণ্টার মধ্যেই অমন সুস্থ মানুষটি মারা গেলেন। প্রথমে শান্তির মা তো খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এখন তবু কতকটা শান্ত হয়েছেন। এখন তাঁর স্থির না হলে চলে ? ব্যবস্থা তো তাঁকেই সব করতে হচ্ছে। তিনি ছাড়া আর কে ব্যবস্থা করবেন ? আর তিনি অস্থির হলে ছেলেমেয়েরা তো আরও অস্থির হয়ে পড়বে। শান্তিদের অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু ওদের বাবা মারা যাবার পরে ওদের অবস্থা আর ভালো নেই। ওদের এখন খাওয়া পরারও কষ্ট হয়েছে।

খোকনের প্রায় গোটা "শিশু ভোলানাথ" খানাই মুখস্থ। বড়ো বড়ো কবিতাগুলো ও কেমন গড়্‌গড় করে মুখস্থ বলে যায়। অথচ ও মোটে পড়তেই জানে না। না পড়ে ও কি করে যে অতো বড়ো বড়ো কবিতাগুলি মুখস্থ বলে যায় সেটাই আশ্চর্য! ও শুধু শুনে শুনেই কবিতাগুলি মুখস্থ করে ফেলেছে। ও ছাড়াও অনেক ছড়া ও কবিতা খোকন গড় গড় করে মুখস্থ বলে যায়। ও যা একবার শোনে তা আর ভোলে না।

স্‌+ফ=স্ফ।

আজ খোকনের মনে স্ফূর্তি নেই কেন?
ওর মুখে হাসি নেই।
ওর মুখে কোনও কথাও নেই।
আজ খোকনের স্ফূর্তি থাকবে কি করে?
ও আজ সারাদিনই খায় নি তো।
ভালো থাকলে কি ও এতোক্ষণ চুপ করে থাকতো?
কথার চোটেই সকলকে অস্থির করে তুলতো।

সুবীর শুধু মুখেই রাজা উজীর মারে।
এর শুধু মুখেই আস্ফালন।
আসলে কিন্তু ও বড্ডো ভীতু।

সেদিন ও ওর মাকে বলছিল—"মা, বাবা নাকি তিন দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন ?"

মা বললে—"হ্যাঁ।"

ও তখন মাকে বললো—"তোমার ভয় করছে নাকি মা ? কিছু ভয় নেই তোমার। আমি থাকতে চোর ডাকাত বাড়ীতে ঢুকতেই পারবে না। বাড়ীতে বাবার বন্দুকটা আছে কি জন্যে ? আর ভূতকে আমি ভয় করি না। ভূত বলে কি কোনও জিনিস আছে ?" সেদিন রাতে একটা ভারি মজা হয়েছে। সেদিন রাতে সকলে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ একটা শব্দে সুবীরের ঘুম ভেঙে গেল। আবার কী যেন একটা ডেকে উঠলো। সুবীর তো ভয়েই অস্থির। ভয়ে গলা দিয়ে তার স্বরই বেরোয় না যেন। অতি কষ্টে ডাকলো—"মা-ওমা"। মা জেগেই ছিলেন। বললেন—"কি ?" সুবীর বললো—"আমার বড্ডো ভয় করছে কিন্তু। ওটা কিসের শব্দ ?" সুবীরের মা তো হেসেই অস্থির। বললেন—"কে তোমায় সুবীর নাম দিয়েছে ? ঠিকই নাম দিয়েছে দেখছি ! তুমি যা একটি বীর পুরুষ ! তোমার দেখছি শুধু মুখেই আস্ফালন। ভয় নেই। ওটা একটা পেঁচা ডাকছে। পেঁচার ডাক কখনও শোন নি বুঝি ?"

শুনে সুবীরের বড্ডো লজ্জা হলো।

শেয়াল বর (গল্প)

এক শেয়াল নদী থেকে বড় বড় তিনটে ইলিশ মাছ ধরে শ্বশুর বাড়ী চলেছে। ভাল করে নদীতে নেয়ে গায়ের কাদা ধুয়ে বেশ করে গোঁফ পাকিয়েছে, পাকিয়ে কিছুদূর গিয়ে এক গাছের তলায় বসে ভাবছে না জানি আজ আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে। এখন, সেইখান দিয়ে এক বক উড়ে যাচ্ছিল। শেয়াল তাকে দেখে বললে—'বক ভাই, বক ভাই, আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে ?'

বক বললে—'কেন ?'

শেয়াল বললে—

'গা ধুয়েছি নদীর জলে গোঁফে দিয়েছি চাড়া
শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি আমি তাই তো এত তাড়া'।

তাই শুনে বক বললে—'বাঃ, তোমাকে তো বেশ দেখতে হয়েছে ভাই, ঠিক যেন—

হীরের আঁচিল হীরের পাঁচিল
হীরের তিন পা দেয়াল
আর, হীরে কানে দিয়ে বসে রয়েছেন
জয় জগন্নাথ শেয়াল ॥'

বলতেই শেয়াল খুশী হয়ে তিনটে মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছুদূরে গিয়ে শেয়াল এক গাছতলায় এসে বসেছে—

দেখে এক মাছরাঙা উড়ে যাচ্ছে। শেয়াল তাকে ডেকে বললে, 'ও ভাই মাছরাঙা, আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে ভাই।'

'ঠিক যেন্—

সোনার আঁচিল সোনার পাঁচিল
সোনার তিন পা দেয়াল
আর, সোনা কানে দিয়ে বসে রয়েছেন
রাজা মহাশয় শেয়াল।'

বলতেই শেয়াল খুশী হয়ে দুটো মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছুদূর যায়, এমন সময়ে একটা কাকের সঙ্গে তার দেখা হল। শেয়াল তাকে ডেকে বললে—'ও ভাই কাক, আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে, ভাই ?'

কাক বললে—'কেন ?'

শেয়াল বললে—

গা ধুয়েছি নদীর জলে গোঁফে দিয়েছি চাড়া
শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি আমি তাই তো এত তাড়া।'

কাক মাছটার দিকে তাকিয়ে বললে—'আমাকে মাছটা দিবি বল ?'

শেয়াল বললে—'না ভাই, সবে একটি মাছ এসে ঠেকেছে, এটা আমি কাউকে দিতে পারবো না। শ্বশুর বাড়ী কি খালি হাতে যাব ?'

তাই শুনে কাক বললে—'বাঃ, তোমাকে ত বেশ দেখতে হয়েছে, ঠিক যেন—

ছাইয়ের আঁচিল ছাইয়ের পাঁচিল
ছাইয়ের তিন পা দেয়াল

আর ছাতা পড়া দাঁতে বসে রয়েছেন
মড়া খেগো বেটা শেয়াল।'

এই শুনেই শেয়াল লাফিয়ে উঠে কাককে ধরতে তার পিছু পিছু ছুটলো আর কোথা থেকে হতভাগা একটা চিল এসে শেয়ালের শেষ মাছটীও ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে পালাল। বেচারা শেয়ালের মুখের গ্রাস এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল। সে যদি আগে জানতো যে ব্যাপারটা এমনি ঘটবে তাহলে কখনো কাকের পেছনে ছুটত না।

(শিশুভারতীর সৌজন্যে।)

হারাই ডোরাই (গল্প)

এক সওদাগর ছিল। তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এখন, কিছুদিন পরে সওদাগর মরে গেল আর তার বউও মরে গেল। মরে যেতে সেই ছেলেটি আর মেয়েটি বললে—দেখ ভাই এ বাড়ী আর আমাদের ভাল লাগে না। আমরা ভাই বোন বনে যাই চল। এই বলে ভাইটি আর বোনটি বনে চলে গেল। বনে দিব্যি ফুল ফুটেছে। বোনটি তাই দেখে খুসী হয়ে বললে, দাদা বেশ বনটি দেখে এসেছ। ভাই বললে, তুই এখানে থাক, আমি চারিদিক বেড়িয়ে দেখে আসি। বোন বললে, আমিও যাব। ভাই বললে, তুই কোথা যাবি? তুই এই গাছতলায় বসে থাক। এই বলে ভাই বেড়াতে চলে গেল।

বোনটি আপনার মনে করেছে কি—ভাল ভাল ফুল তুলে মালা গেঁথেছে। মালা গেঁথে বসে আছে আর ভাবছে দাদা এলে পরে

তার গলায় পরিয়ে দেব। তারপর ভাইটি বেড়িয়ে এল। আসতেই বোনটি সেই ফুলের মালা আদর করে তার দাদার গলায় পরিয়ে দিল। যেমন দেওয়া আর অমনি ভাইটি হরিণ হয়ে বনে দৌড়ে চলে গেল!

সেইখানে বসে মেয়েটি ভাইয়ের শোকে কাঁদতে লাগল। হায় হায় কি হলো? ভাইটি হরিণ হয়ে গেল! আমি তো জানি না কি করবো! এখন, এক বাদশার পুত্তুর সেই বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। শিকার করতে করতে দেখলেন এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? মেয়েটি আর কথা কয় না। রাজপুত্তুর বললেন, তোমার বিয়ে হয়েছে? মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললে—না। বাদশার ছেলে ভাবলেন একে বাড়ী নিয়ে যাই, বলে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। সকলেই বললে মেয়েটি পরমাসুন্দরী, কিন্তু কথা কয় না কেন?

কিছুদিন পরে বাদশা পুত্তুরের একটি ছেলে হলো। ছেলের ভাতের সময় সকলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছেলের কি নাম রাখবে? মেয়েটি মাটিতে একটি ডোরা কেটে দিলে। সকলে ছেলেটির নাম রাখলে ডোরাই। আবার কিছুদিন পরে রাজপুত্তুরের আর একটি ছেলে হলো। ছেলের ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি হবে গো? মেয়েটি গলার হার দেখিয়ে দিলে। সকলে বললে তা হলে এর নাম থাক হারাই। এর পর তার একটি মেয়ে হলো। মেয়েটির ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি রাখবো গো? মেয়েটি একটি কুসুম এগিয়ে দিলে। সকলে তখন বললে, আচ্ছা এর নাম থাক কুসুমবতী।

রাজার ছেলে অনেকগুলি পায়রা পুষেছেন। এখন, রোজ তিনি তাদের মটর খেতে দেন। একদিন রাজপুত্তুর মাকে বললেন, মা বউকে এবার কথা কওয়াতেই হবে। মা বললেন কি করে কওয়াবে, বাবা? রাজার ছেলে বললেন, তুমি এইখানে পায়রার মটর ছড়িয়ে দাও আর আমি তার উপর দিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে যাবো। সেই সময়ে তোমরাও খুব কান্নাকাটি করো। এই বলে রাজার ছেলে মটরের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে গেলেন। অমনি সকলে 'হায় কি হলো গো' বলে কাঁদতে লাগলো। রাজার ছেলের আর জ্ঞান হয় না। হারাই ডোরাই কুসুমবতী সকলেই কাঁদছে। তখন মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে—

হারাই কাঁদে, ডোরাই কাঁদে
কাঁদে আমার কুসুমবতী ঝি
ভাইয়ের শোকে জর জর
আমার আবার হলো কি!"

এই শুনেই রাজার ছেলে বলে উঠলেন, ওই তো কথা বলেছে। তাহলে বউ তো বোবা নয়। তিনি তখন মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন—বল তোমার ভাইয়ের কি হয়েছে? কন্যা বললে—আমরা দুই ভাই-বোনেতে বনে ছিলাম। বন আলো করে ফুল ফুটেছিল, সেই ফুল তুলে মালা করে ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দিতে সে হরিণ হয়ে চলে গেছে। রাজার ছেলে বললেন—তা একথা তুমি আমাকে এতদিন বল নি কেন, আমি তোমার ভাইকে এনে দিচ্ছি।

এই কথা বলে তিনি শিকার করতে বনে চলে গেলেন। বনের পর

বন পার হতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও এমন কোন হরিণ দেখা গেল না, যার গলায় রয়েছে পরানো ফুলের মালা !—রাজপুত্র কিন্তু কিছুতেই অধৈর্য হলেন না, চললেন তেপান্তরের সব মাঠ পেরিয়ে হরিণ শিকারে। একদিন এলেন একটা পাহাড়ের নীচে। সেই পাহাড়ের নীচে নিবিড় বন। সেই বনে অনেক হরিণ। এই বনে গিয়ে যতো হরিণ দেখেন সব ধরতে লাগলেন! শেষে একটা হরিণের গলায় তিনি দেখেন শুকনো একগাছি ফুলের মালা রয়েছে। সেই হরিণটি যেই বেরিয়ে এসেছে অমনি তিনি তাকে ধরে আদর করে তার গলা থেকে মালাটি খুলে নিলেন। নিতেই দেখেন হরিণটি দিব্যি একটি সুন্দর ছেলে হলো। তাকে নিয়ে রাজার ছেলে বাড়ী এলেন। এসে মেয়েটিকে বললেন, কেমন এই কি তোমার ভাই? মেয়েটি তখন খুসী হয়ে বললে, হ্যাঁ। তারপর তারা সুখে শান্তিতে ঘর কন্না করতে লাগলেন।

("শিশু ভারতী"র সৌজন্যে।)

প্রার্থনা

ভাই বোনে মিলে, তব পদতলে, এসেছি-গো পিতা, চাহ দয়া করে।
গাহিতেছি সবে হরষের ভরে, তব প্রিয় নাম ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরে।
এই কর প্রভু, সুখে দুঃখে কভু, না ভুলি তোমারে ক্ষণেকের তরে;
যদি তোমা ভুলে, যাই কভু চলে কুপথের দিকে, রেখ হাতে ধরে।

(৺কামিনী রায়।)